বিদ্যমান থাকিয়া অশুভ বাসনাসকল বিদূরিত করিয়া থাকেন। যেহেতু তিনি সাধুগণের পরমবন্ধু। ইতি শ্লোকার্থ ॥ ১২ ॥

কথাদ্বারা অন্তস্থো ভাবনাপদবীং গতঃ সন্ হরিরভদ্রাণি বাসনাঃ। ততশ্চ, নষ্টপ্রায়েষভদ্রেষু নিত্যং ভাগবত সেবয়া। ভগবত্যুত্তমশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী ॥ ১৩ ॥

"অন্তস্থঃ" কথা শ্রবণ দ্বারা চিন্তাপথের পথিক হইয়া শ্রীহরি "অভদ্রাণি" বিবিধ দুর্ব্বাসন বিদূরিত করিতে থাকেন অর্থাৎ যতই হৃদয়ে শ্রীহরিচিন্তার উদয় হইতে থাকে, ততই হৃদয় হইতে দুর্ব্বাসনা বিদূরিতা হয়। তদনন্তর সকল দুর্ব্বাসনা নষ্টপ্রায় হইলে ভগবদ্ভক্ত ও ভাগবতশাস্ত্রের নিত্যসেবা দ্বারা উত্তমশ্লোক শ্রীভগবানে নৈষ্ঠিকী ভক্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে। ইতি শ্লোকার্থ ॥ ১৩ ॥

নষ্ট প্রায়েষু নতু জ্ঞানমিব সম্যঙ্‌নষ্টেষু ইতি ভক্তের্নিরর্গলস্বভাবত্বমুক্তম্। ভাগবতানাং ভাগবতশাস্ত্রস্য বা সেবয়া ভক্তিরনুধ্যানরূপা নৈষ্ঠিকী-সন্ততা এব ভবতি। তদৈব ত্রিভুবনবিভবহেতবেঽপ্যকুণ্ঠস্মৃতীত্যাদ্যুক্তরীত্যা সর্ববাসনানাশাৎ চিত্তং শুদ্ধসত্ত্বমগ্নং সৎ ভগবত্তত্ত্বসাক্ষাৎকারযোগ্যং ভবতীত্যাহ—তদা রজস্তমোভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতংসত্ত্বে প্রসীদতি ॥ ১৪ ॥

"নষ্ট প্রায়েষু" জ্ঞানীগণের যেমন জ্ঞানসাধনে অশুভ বাসনা সম্যক্ নষ্ট না হইলে ধ্রুবানুস্মৃতির উদয় হয় না অর্থাৎ লয়বিক্ষেপাদিদ্বারা জীবের অভেদ-চিন্তার বাধা নিবৃত্ত হয় না, ভক্তিমার্গে সেই প্রকার সম্যক্ বাসনা নিবৃত্তির অপেক্ষা নাই। সূক্ষ্মরূপে বিষয়বাসনার সত্তা থাকা সত্ত্বেও ভক্তি অনুষ্ঠানে অথবা অনবরত ভগবদ্ধ্যানে অপ্রতিহতগতি গঙ্গার স্রোতের মত শ্রীহরি-চরণ-সিন্ধুর প্রতি অবিচ্ছিন্ন মননগতি প্রবৃত্তা হইয়া থাকে। লয়, বিক্ষেপ, কষায়, রসাস্বাদ এবং অপ্রতিপত্তিতে তাহার মনোগতিকে ভগবচ্চরণসিন্ধু হইতে বিচলিত করিতে পারে না। এই অবস্থার নাম নিষ্ঠাভক্তি অথবা ধ্রুবানুস্মৃতি। "ভাগবত সেবয়া" ভগবদ্ভক্ত অথবা ভাগবতশাস্ত্রের সেবাদ্বারায়, তন্মধ্যে ভগবদ্ভক্তগণের সেবা, প্রসঙ্গ ও পরিচর্য্যাভেদে, দুই প্রকার। শ্রীভাগবতের সেবা, শ্রবণ কীর্ত্তন ও স্মরণ ভেদে তিন প্রকার। সেই সেবা করিতে করিতে ভগবানে অনবরত ধ্যানরূপা নৈষ্ঠিকীভক্তি, জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থাতেই অবিচ্ছেদরূপে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। তখনই একাদশ স্কন্ধে ২য় অধ্যায়ে উক্ত "ত্রিভুবনের বিভব প্রাপ্তির হেতুতেও ভগবচ্চরণারবিন্দ হইতে যাহার মতি লবনিমেষার্দ্ধকালের জন্যও বিচলিতা হয় না, তিনিই বৈষ্ণবচূড়ামণি"—এই রীতি অনুসারে সর্ব্ব বাসনা নষ্ট হইয়া যায়, তখনই চিত্তটী বিশুদ্ধসত্ত্বে নিমজ্জিত হইয়া ভগবত্তত্ত্ব সাক্ষাৎকারের যোগ্যতা লাভ করিয়া থাকে। ইহাই একটী শ্লোকে বলিতেছেন—তখন